

সংকটিকালে জেডার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার সারভাইভারকে সহযোগিতা করার উপায়

মানবাধিকার কর্মীদের জন্য
ধাপে-ধাপে কাজ করার
নির্দেশনামূলক সহায়িকা



পকেট গাইড কি?

এই পকেট গাইডটি একজন মানবাধিকার কর্মীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা/তথ্য প্রদান করবে :

- কীভাবে একজন জেনার-ভিত্তিক সহিংসতা বা জিবিভি সারভাইভারকে সহযোগিতা করবেন
- কে বা কারা তাদের সহিংসতার কথা কেস ওয়ার্কার ও কেস ম্যানেজারের কাছে প্রকাশ করেন
- সংকটকালে (সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা রেফারেল পাথওয়ের অনুপস্থিতিতে) জেনার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার সারভাইভারকে কীভাবে সহযোগিতা করবেন

এই পকেট গাইডটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন জিবিভি সারভাইভারকে পুনর্বার ক্ষতির সম্মুখীন না করে থার্মিক/মৌলিক সহযোগিতা এবং তথ্য প্রদান করা হয়। সারভাইভারকে সেন্টার্ট অ্যাপ্রোচ মেনে এবং একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় কোনো প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন (স্থানীয় পরিস্থিতি) অনুযায়ী এই পকেট গাইডটি ব্যবহার উপযোগী করতে পারবে।

যেহেতু **পকেট গাইডটিতে** থার্মিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক সেবা প্রদানের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু থার্মিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক সেবা প্রদানের উপর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। পরিপূর্ণ থার্মিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক সেবা প্রদানের প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা	ব্যবহার
মূল বার্তা	২-৩	তাৎক্ষণিক নির্দেশনা
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	৪	
তথ্য শিট	৫-৬	
করণীয়/বর্জনীয় এবং কী বলতে হবে?	৭-১০	
পর্যবেক্ষণ পর্ব শ্রবণ পর্ব সংযোগ পর্ব		
পর্যায়ক্রমিক দিক-নির্দেশনা প্রস্তুতি, পর্যবেক্ষণ পর্ব শ্রবণ পর্ব এবং সংযোগ	১১-১৫	প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর জ্ঞান এবং দক্ষতা গঠন
শিশু/কিশোর/কিশোরী	১৬-২০	১৮ বা তার চেয়ে কম বয়েসি শিশু/কিশোর/ কিশোরীদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম

মূল বার্তা

সারভাইভারকে সহযোগিতা করার প্রতিটি পর্বে/ধাপে অথবা সারভাইভারের সাথে যেকোনো প্রকার কাজকর্মে (ইন্টারঅ্যাকশনে) নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

- সর্বদা, প্রথমেই একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে জেনে নিন যে, আপনার এলাকায় জেনার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার সারভাইভারের জন্য প্রয়োজনীয় কী কী সেবা বিদ্যমান আছে। প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের মধ্যে অনেক সেবা হলাইন, মোবাইল অ্যাপস্ বা অন্য কোনো মাধ্যমে হতে পারে, যেগুলো দূরবর্তী স্থান হতেও নেয়া সম্ভব।
- স্থানীয় পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও বেসরকারী) স্বাস্থ্য সেবা, মনোসামাজিক সেবা, আশ্রয় ও খাদ্য ভিত্তি অন্যান্য সেবা প্রদান করে, সেসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী কী সেবা বিদ্যমান আছে— সে বিষয়ে একটি পরিকল্পনা ধারণা রাখুন। কমিউনিটি অর্থাৎ মসজিদ, মন্দির, গির্জা, নারী সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি থেকে যদি কোনো সেবা দেওয়া হয় তবে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।
- আপনার দায়িত্ব কী তা সর্বদা মাথায় রেখে কাজ করুন। বিশেষ করে মনে রাখুন যে, আপনার দায়িত্ব-

 - ▶ মনোযোগ সহকারে সারভাইভার-এর কথা শোনা
 - ▶ নিজ অভিমত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন
 - ▶ বর্তমানে বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে সারভাইভারকে সঠিক ও হাল-নাগাদ তথ্য প্রদান করা।
 - ▶ সারভাইভার যেন নিজেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা (অর্থাৎ সারভাইভারকে কোনোভাবেই কোনো একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্বৃদ্ধ না করা।)
 - ▶ সারভাইভার-এর কোন বিষয়টি/প্রয়োজনটি আপনি নিজেই ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং কোনটি আপনি পারবেন না – তা সুচিত্তিতভাবে ঠিক করা।
 - ▶ বৈষম্যহীনতা : সেবা প্রয়োজন এমন যে কাউকে সমানভাবে ও ন্যায্যতার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে।

▶ যে বিষয়টি/প্রয়োজনটি আপনি নিজে ব্যবস্থা করতে পারবেন না, সেটির জন্য অন্য একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা

▶ কোনো জিবিভি বিশেষজ্ঞ বা অন্য যে কারও কাছে রেফার করার পূর্বে সারভাইভারের কাছ থেকে অনুমতি/সম্মতি গ্রহণ করা

▶ সারভাইভারকে অনুমতি/সম্মতি গ্রহণে জোরাজোরি না করা

→ স্বত্ত্বান্বিত হয়ে জিবিভি সারভাইভার খুঁজতে না যাওয়া। সারভাইভার নিজে সহায়তা চাইলে তবেই তাকে সহযোগিতা করা।

→ সকল মানবাধিকার কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে তারা সেবা প্রয়োজন এমন যেকোন ব্যক্তিতে নিরপেক্ষ ও বৈষম্যহীনভাবে সেবা দিতে বন্ধ পরিকর সেক্ষেত্রে ব্যক্তির জেনার, লিঙ্গ, জেনোর পরিচয়, বৈবাহিক অবস্থা, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধীতা আছে কি না, বয়স, জাতি, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, কোন ব্যক্তি সহিংসতা ঘটিয়েছে, কোন পরিস্থিতিতে সহিংসতা ঘটেছে এ বিষয়গুলো ধর্তব্য নয়।

সারভাইভার সেন্টার্ট অ্যাপ্রোচ-এর প্রয়োগে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করুন

→ **সম্মান :** সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিটি কাজে (অর্থাৎ প্রস্তুতি, পর্যবেক্ষণ, শ্রবণ ও সংযোগ পর্ব) সারভাইভারের পছন্দ, ইচ্ছা, অধিকার ও আভাসম্মতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

→ **নিরাপত্তা :** সকল অবস্থায় সারভাইভার-এর নিরাপত্তার বিষয়টি সবার আগে বিবেচনায় নিতে হবে।

→ **গোপনীয়তা :** একজন সারভাইভার তার ঘটনাটি কার কাছে ব্যক্ত করবেন তা তার একাত্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। সারভাইভার-এর গোপনীয়তা রক্ষার অর্থ হলো তার ঘটনাটি অন্য কারও কাছে প্রকাশ না করা।

→ **বৈষম্যহীনতা :** সেবা প্রয়োজন এমন যে কাউকে সমানভাবে ও ন্যায্যতার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে।

→ যদি স্বাস্থ্য সেবা চালু থাকে তবে কোন সেবা কী মাত্রায় পাওয়া যাবে তা স্পষ্ট করে জানান। সেবা সম্পর্কে আপনি যতটুকু জানেন- ঠিক ততটুকুই জানান। আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এমন কোনো তথ্য যদি আপনার অজানা থাকে- তাহলে আপনি অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, আপনি সেটি জানেন না। সারভাইভার নিজেই ঠিক করবেন তিনি সেবা গ্রহণ করবেন কি করবেন না। মনে রাখা দরকার যে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মেডিকেল কেয়ার নিলে যৌন বাহিত সংক্রমণ বা এস.টি.আই (সেরুচুলালি ট্রাঙ্গমিটেড ইনফেকশন্স) এবং ১২০ ঘণ্টার মধ্যে মেডিকেল কেয়ার নিলে অনাকঞ্চিত গর্ভধারণ এড়ানো সম্ভব।

→ শরীরিকভাবে অক্ষম এমন সারভাইভার যদি তার পরিচর্যাকারীর অনুপস্থিতিতে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং আপনি যদি দেখেন যে, তাকে সে সুযোগ দিলে তাদের (সারভাইভার ও কেয়ারগিভার/পরিচর্যাকারীর) পারম্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে না বা সারভাইভারের কোনো ক্ষতি হবে না, তবে আপনি সারভাইভারকে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ দিন।

→ কোনো পুরুষ বা বালক ধর্ষণের শিকার হলে ধরে নেওয়া যাবে না যে, সে সমকামী। মনে রাখতে হবে যে, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তা লৈঙ্গিক নয়, বরং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার ওপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়।

→ স্বামী-স্ত্রী, অন্তরঙ্গ সঙ্গী, পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, শ্শশুর-শাশুড়ি, অপরিচিত ব্যক্তি ও পিতা-মাতাসহ যেকোনো ব্যক্তিই জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তার ঘটনা ঘটাতে পারে। অথবা যৌন সম্পর্কের বিনিময় টাকা বা খাবার প্রদান করছেন এমন কেউ সহিংস্তা করতে পারেন।



→ যেকোনো ব্যক্তিই জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তার শিকার হতে পারেন; বিবাহিত, বয়ক্ষরা এমন কি যৌনকর্মীরাও এর বাইরে নয়।

→ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তার শিকার সারভাইভার-এর পরিচয় ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করুন। সারভাইভার-এর তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন না। ছবি তুলবেন না। সারভাইভার-এর ব্যক্তিগত কোনো তথ্য বা তাকে শনাক্ত করা যায় - এমন কোনো তথ্য অথবা তার অভিজ্ঞতার কথা অন্য কারো কছে (এমন কি আপনার সুপ্রতিভাই-জ্ঞান-এর কাছও) শেয়ার করবেন না। আপনার ফোন এবং কম্পিউটার দূরে সরিয়ে রাখুন যাতে সারভাইভার মনে না করে যে, তার কথা আপনি রেকর্ড করছেন।

→ সারভাইভার-এর ব্যক্তিগত তথ্য বা শনাক্তকারী তথ্য বলতে সারভাইভার-এর নাম, জন্ম তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বাড়ি বা কর্মসূলের ঠিকানা, তার সন্তানেরা যে কুলে যায় তার নাম-ঠিকানা, ঘটনা ঘটার সঠিক সময় ও স্থানের নাম ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

→ সারভাইভারকে শনাক্ত করা যাবে না এমন কিছু সাধারণ তথ্য আপনি আপনার টিম বা সহকর্মীর সাথে তখনই শেয়ার করতে পারেন যখন আপনার সেলফ-কেয়ার বা নিজের মানসিক যত্ন নেওয়া গ্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া



প্রস্তুতি পর্ব

বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকুন

শিশু এবং
কিশোরদের জন্য
পৃষ্ঠা ১৬ দেখুন।



জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তার ঘটনাটি আপনার কাছে বলা হয়েছে

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংস্তার ঘটনাটি যদি আপনি সারভাইভার ভিন্ন অন্য কারো কাছ থেকে জেনে থাকেন :

- ▶ সারভাইভার-এর জন্য সঠিক ও হাল-নাগাদ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন।
- ▶ সারভাইভার-এর পক্ষে আগত ব্যক্তিকে অনুরোধ করুন যেন তিনি প্রাপ্ত তথ্যগুলো সারভাইভারকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা মেনে প্রদান করেন।

নেট : কোনোভাবেই সারভাইভার ‘কে’ - তা জানার চেষ্টা করা যাবে না

জিবিভি অ্যাক্টর অথবা রেফারেল পাঠওয়ে সক্রিয় আছে কি?

জিবিভি অ্যাক্টর অথবা রেফারেল পাঠওয়ে
সক্রিয় থাকলে করুণীয়

রেফারেল পাঠওয়ের অনুসরণ করুন।
সারভাইভার অনুমতি দিলে সেবার জন্য রেফার
করুন।

জিবিভি অ্যাক্টর অথবা রেফারেল পাঠওয়ে সক্রিয় না থাকলে করুণীয়
প্রস্তুতিপর্বে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সেবাসমূহ ও
সেবাপ্রদানকারীর (ফোকাল পারসন) যে তালিকা আপনি প্রস্তুত
করেছিলেন সে অনুযায়ী সারভাইভারকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা
করুন।

সারভাইভার কি কোনো সেবার সাথে সংযুক্ত হতে চান?

সারভাইভার সেবার সাথে (রেফারেল সার্ভিস) সংযুক্ত হতে চাইলে
করুণীয়

- ▶ সারভাইভারকে বিদ্যমান সেবা ও সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে
বিস্তারিত তথ্য অবহিত করুন।
- ▶ সারভাইভার এক বা একাধিক যেসব সেবা নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করবেন সেসব সেবা গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো
সারভাইভারকে ধারাবাহিকভাবে সহজ করে বুবিয়ে বলুন।
- ▶ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা, সেখানে যাওয়ার সহজ ও
নিরাপদ যানবাহন, সেবা প্রদানের সময়, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির
নাম-ঠিকানাসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সারভাইভারকে
বলে দিন।
- ▶ সারভাইভারের সম্মতি ব্যক্তি সারভাইভার ও তার ঘটনা অন্য
কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।
- ▶ সারভাইভার ও তার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবেন না।

সারভাইভার সেবার সাথে (রেফারেল সার্ভিস)
সংযুক্ত হতে না চাইলে করুণীয়

- ▶ সারভাইভার-এর কাছ থেকে অবগত হওয়া
ঘটনাটি একেবারেই গোপন রাখুন।
- ▶ সারভাইভারকে আশ্বস্ত করুন যে, তিনি যদি
পরবর্তীতে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন
অর্থাৎ সেবা গ্রহণ করতে মনস্থির করেন তবে
যেন তিনি পুনরায় আপনার শরণাপন হন।
- ▶ যদি এমন কোনো সেবা বিদ্যমান থেকে থাকে
যা সাময়িক বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য
কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধৰান করছে তবে
সারভাইভারকে উক্ত সেবাটির সময়সীমা
(করে/কখন থেকে শুরু এবং করে/কখন
থেকে শেষ হবে) জানিয়ে দিন।

তথ্য শিটি

নিচে প্রদত্ত তথ্য শিটিটি পূরণ করুন। তথ্য শিটিটিতে আপনার এলাকায় বিদ্যমান সেবাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন এবং এটি এমন একটি জায়গায় রাখুন যাতে অতি সহজেই এটি যে কেউ পেতে পারে। একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞ, টিম লিডার ও পার্টনার এর সাথে বসে -

- ▶ মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করছে এমন অংশীদার সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সেবাসমূহ চিহ্নিত করুন
- ▶ কমিউনিটি-ভিত্তিক (যেমন মসজিদ, মন্দির, গির্জা, নারী সংগঠন ও প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি থেকে প্রদত্ত সেবা) বিদ্যমান সেবাসমূহ চিহ্নিত করুন

স্বাস্থ্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো সামগ্রী	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
শিশু সুরক্ষা সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	

আইনি সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
খাদ্য ও পুষ্টি সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
কিশোর-কিশোরী বা যুবদের জন্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
লিঙ্গ ও জেন্ডার পরিচয়ে সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের জন্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
আশ্রয়কেন্দ্র	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
অন্যান্য সেবা	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	
	তথ্য	
	ফোকাল পয়েন্ট	

প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কলাম যোগ করে নিন।

করণীয়/বজ্রনীয় এবং কী বলতে হবে?



করণীয়

- ✓ সারভাইভার যেন আপনার সাথে খোলা মনে
অর্থাৎ আছার সাথে কথা বলতে পারে এমন
একটি পরিবেশ তৈরি করে নিন। তার
প্রয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন।
- ✓ তার তৎক্ষণিক প্রয়োজনে (সেই মুহূর্তে)
আপনি তাকে কীভাবে সহযোগিতা করতে
পারেন তা জানতে চান। কোনো কোনো
সারভাইভারের তৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা অথবা
জামাকাপড়ের প্রয়োজন হতে পারে।
- ✓ সারভাইভারের কাছে জানতে চান যে, আপনি
যে স্থানে তার সাথে কথা বলছেন সেখানে তিনি
স্বত্ত্বাবধি করছেন কি না। সারভাইভারের সাথে
যদি অন্য কেউ থাকে তবে তার উপস্থিতিতে
সারভাইভারের কাছ থেকে সহিংসতার ঘটনাটি
শুনবেন না।
- ✓ আপনার এবং সারভাইভারের মধ্যে ভাষাগত
কোনো সমস্যা/পার্থক্য থাকলে সারভাইভারকে
এমন একজন দোভাসীকে বেঁচে নিতে অনুরোধ
করুন যাকে তিনি বিশ্বাস করেন।

বজ্রনীয়

- ✗ যে কেউ আপনার কাছে এসে যদি বলেন যে,
তার প্রতি খারাপ, অস্বত্ত্বায়ক, অন্যায়মূলক
কোনো আচরণ করা হয়েছে - আপনি তার কথা
কোনোভাবেই অগ্রহ্য বা উপক্ষে করবেন না।
- ✗ কেউ ঢাইলে সহযোগিতা করুন। সহযোগিতা
নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না।
- ✗ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবেন না; শাস্তি থাকুন।
- ✗ সহিংসতা সম্পর্কে সারভাইভার যতটুকু বলতে
স্বচ্ছদ্যবোধ করবেন তার অতিরিক্ত কোনো
তথ্য প্রদানে তাকে চাপ দিবেন না; ঘটনার
পুঞ্জনুপুঞ্জ বিবরণ এবং কে তাকে নির্যাতন
করেছে সে তথ্য জানা এই পর্যায়ে (অর্থাৎ শ্রবণ
ও বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে সারভাইভারকে
সঠিক তথ্য প্রদান) গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তা
আপনার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না।
- ✗ কেউ সহিংসতার (জিবিডি) শিকার হয়েছেন কি
না বা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন কি না বা তাকে
মারাধর করা হয়েছে কি না - এই জাতীয় প্রশ্ন
করবেন না।

শিশু এবং
কিশোরদের জন্য
পৃষ্ঠা ১৬ দেখুন।



শ্রবণ পর্ব

করণীয়

- ✓ সারভাইভার যে তথ্য আপনাকে দিয়েছে তার
প্রতিটি তথ্যই গোপনীয়তার দিক থেকে
আপনার কাছে যেন সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে
বিবেচিত হয়। নির্ভুল ও সঠিক তথ্য প্রদানের
জন্য আপনার যদি মনে হয় যে, আপনাকে
কোনো একজন জিবিডি বিশেষজ্ঞ অথবা
আপনার কোনো সহকর্মীর সহযোগিতা নিতে
হবে তবে বিষয়টি সারভাইভারকে জানান।
সারভাইভারকে জানান যে, আপনি যার কাছ
থেকে সাহায্য বা প্রারম্ভ নিতে চাচ্ছেন তাকে
এমন কোনো তথ্য জানানো হবে না যাতে তাকে
(সারভাইভার) শনাক্ত করা যায়। সারভাইভার
অনুমতি দিলে সারভাইভারকে দেওয়া প্রতিশ্রূতি
রক্ষা করে অন্যের প্রারম্ভ নিন।
- ✓ নিজে কথা করে বলে সারভাইভারের কথা শুনুন।
- ✓ সারভাইভার স্বত্ত্ব পেতে পারেন এমন কিছু কথা
বলুন। দৃঢ়তর সাথে বলুন যে, তার সাথে যে
সহিংসতা বা নির্যাতন করা হয়েছে তার জন্য
তিনি দায়ী নন।

বজ্রনীয়

- ✗ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন না।
সারভাইভারের ছবি তুলবেন না। ফোনে বা
অন্য কোনো মাধ্যমে কথোপকথন রেকর্ড
করবেন না। মিডিয়া বা অন্য কাউকে ঘটনাটি
জানাবেন না।
- ✗ সারভাইভারের সাথে কী ঘটনা ঘটেছিল তা
সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। বরং তার
কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকুন এবং এক
পর্যায়ে শুনতে চান যে, আপনি কীভাবে তাকে
সাহায্য করতে পারেন।
- ✗ সারভাইভারের যখন তার ঘটনার বিবরণ দিবেন
তখন আপনি কোনোভাবেই অন্য কারোর সাথে
ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনাকে
সারভাইভারের ঘটনার সাথে তুলনা করবেন না।
- ✗ এটা কোনো ব্যাপার না, এটা তেমন কোনো
সমস্যা না অথবা এমন ঘটনা সবার সাথে
কম-বেশি হয়েই থাকে- এই জাতীয় কোনো
মন্তব্য করবেন না। ঘটনাটি সারভাইভারকে
শারীরিক ও মানসিকভাবে কঠখানি পীড়া দিয়েছে
তা একমাত্র তিনিই অনুধাবন করতে সক্ষম।
- ✗ সারভাইভারের কথাগুলোকে সন্দেহ করবেন না
এবং তার বিপক্ষে কথা বলবেন না। ঘটনার
সত্যতা যাচাই বা কারণ খুঁজতে যাবেন না।

কী বলতে হবে এবং কীভাবে বলতে হবে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

- আমি কীভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি?
- আপনার ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হবে তা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আপনার অনুমতি
ব্যতীত অন্য কারো কাছে আমি আপনার কথা প্রকাশ করব না।
- যদিও আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই- আমি আমার সাধ্যমত আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো।
আপনার জন্য আমার কাছে কিছু তথ্য আছে- আমি কি সেগুলো আপনাকে বলবো?
- আপনি আমার কাছে যা যা বলতে চান বলুন। আপনার ঘটনার খুঁটিনাটি আমাকে না বললেও কোনো
সমস্যা নেই। কারণ আপনার জন্য কী কী সেবা বিদ্যমান আছে তা জানানোর জন্য আমার খুঁটিনাটি না
শুনলেও চলবে।
- আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগছে যে, আপনার সাথে এমন একটা অন্যায় করা হয়েছে।
- আপনার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার জন্য আপনি দায়ী নন।

কী বলতে হবে এবং কীভাবে বলতে হবে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

- আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব ব্যথা পেয়েছেন। আপনি কি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হিপিকে
যেতে চান?
- এই জায়গাটা কি ঠিক আছে? আপনার এখানে কথা বলতে কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে, নাকি অন্য
কোথাও বসলে আপনার জন্য সুবিধা হয়?
- আপনার কি পিপাসা পেয়েছে? পানি খাবেন?



সংযোগ পর্ব

করণীয়

- ✓ সারভাইভারের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের (নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার)। আপনি সেই অধিকারকে সম্মান করুন।
- ✓ সারভাইভারকে বিদ্যমান সকল সেবা সম্পর্কে অবহিত করুন— এমন কি সেসব সেবা যদি জিবিভি সম্পর্কিত নাও হয়।
- ✓ সারভাইভারকে বলুন যে, আপনাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি আরো ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিবেন— আপনি সময় নিন। চাইলে পরবর্তীতে যেকোনো সময় আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারবেন।
- ✓ সারভাইভারের কাছে জানতে চান যে, তার বিশ্বস্ত এমন কেউ (যেমন— বক্তৃ, পরিবারের সদস্য, কেয়ারগতার বা অন্য যে কেউ) আছেন কি না— যার কাছে তিনি সহযোগিতার জন্য যেতে চান/পারেন।
- ✓ সারভাইভারের যদি তেমন কেউ থেকে থাকে এবং তিনি তার সাথে যোগাযোগ করতে চান তবে আপনি (আপনি না থাকলে) আপনার মোবাইল ফোনটি সারভাইভারকে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করুন।
- ✓ যেকোনো প্রকার পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে সারভাইভারের অনুমতি নিন।
- ✓ ইতিবাচকভাবে কথোপকথন শেষ করুন।



বর্জনীয়

- ✖ আপনার সক্ষমতা অনুযায়ী সারভাইভারকে সহযোগিতা করুন— সক্ষমতার বাইরে গিয়ে সারভাইভারকে কোনো ভুল তথ্য ও মিথ্যা আশ্বাস/প্রতিক্রিয়া দিবেন না।
- ✖ সারভাইভারের এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত কিংবা উচিত নয় বা কী করলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে— এ জাতীয় পরামর্শ বা মতামত দিবেন না।
- ✖ আপনি আগে থেকেই অনুমান করবেন না যে, একজন সারভাইভারের চাহিদা/প্রয়োজন কী— তা আপনি জানেন। আপনার এমন অনুমান নির্ভর কোনো কাজ বা কথা সারভাইভারকে আরো লজ্জায় ফেলতে পারে, প্রতিশেধপ্রায়ণ করে তুলতে পারে অথবা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ✖ সারভাইভার ও সারভাইভারের ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণা তৈরি করবেন না। সারভাইভারের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জেন্ডার পরিচয়, নির্যাতনকারীর পরিচয় ইত্যাদি কারণে তার সাথে কোনো প্রকার বৈষম্য করবেন না। একইভাবে নির্যাতনকারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সারভাইভারকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য করবেন না।
- ✖ সারভাইভারের সাথে নির্যাতনকারীর বা তৃতীয় কোনো পক্ষের সাথে (যেমন— পরিবারের কোনো সদস্য, কমিউনিটি কমিটি মেম্বার, কমিউনিটি লিডার ইত্যাদি) আপোষ-মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
- ✖ সারভাইভারের পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় এমন কোনো তথ্য অন্য কারো কাছে শেয়ার করবেন না। অন্য কারো কাছে (যেমন— সারভাইভারের পরিবারের সদস্য, পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী, কমিউনিটি লিডার, সহকর্মী, সুপারভাইজার প্রভৃতি) সারভাইভারের ঘটনা বিস্তারিত শেয়ার করবেন না। শেয়ার করলে তা সারভাইভারের জন্য আরো বিপদ ডেকে আনতে পারে।
- ✖ সারভাইভারের সাথে কথোপকথন শেষ হওয়ার পর আপনি আর সারভাইভারকে ডেকে পাঠাবেন না বা নিজ থেকে যোগাযোগ করবেন না।



সংযোগ (চলছে)

কী বলতে হবে এবং কীভাবে বলতে হবে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো—

- ⇒ আপনার সাথে আমার যে আলোচনা হবে তা আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
- ⇒ আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু আমার কাছে সেবা সম্পর্কিত যে তথ্য আছে তা দিয়ে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি। আপনাকে বা আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আপনি কি তার/তাদের সম্পর্কে জানতে চান?
- ⇒ এই দেখুন, সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া আছে। কখন সেবা দেওয়া হয়, সেবা নিতে টাকা লাগে কি না, লাগলে কত লাগে, কীভাবে সেখানে যেতে হয়, যার সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে তার মোবাইল/ফোন নম্বরও এখানে দেওয়া আছে।
- ⇒ আচ্ছা, আপনার বিশ্বস্ত এমন কেউ কি আছে, যার কাছে আপনি সাহায্যের জন্য যেতে পারেন? আপনার পরিবারের কোনো সদস্য বা আপনার ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু? আপনি তেমন কারো সাথে কথা বলতে চাইলে আমার মোবাইল/ফোন ব্যবহার করতে পারেন।
- ⇒ তাড়াহড়া করবেন না। আপনাকে যে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সবদিক ভেবে-চিন্তে দেখুন। যেকোনো সময় আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবেন।
- ⇒ দেখুন, আমার পক্ষে আপনার বিষয়টা মীমাংসা করার জন্য কারো সাথে কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আপনার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি।

পর্যায়ক্রমিক দিক-নির্দেশনা

সারভাইভারের দিক থেকে সহযোগিতা চাওয়ার সুবিধা ও ঝুঁকি

অন্যের সহযোগিতা চাওয়া- একজন সারভাইভারের জন্য সর্বদা নিরাপদ হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক ক্ষেত্রে সেবা চাইতে গিয়ে সারভাইভারের আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, আপনার দায়িত্ব হলো বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদকৃত তথ্য দিয়ে সারভাইভারকে সহযোগিতা করা। আপনার দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সারভাইভার নিজেই তার পছন্দ অনুযায়ী/সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সুবিধা ও ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় রাখুন

সেবা চাওয়ার ঝুঁকিসমূহ

- সারভাইভারের বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা কমিউনিটির লোকজন সারভাইভারের ঘটনাটি জেনে যেতে পারে। জানাজনি হয়ে গেলে তিনি কলক্ষিত/চিহ্নিত হয়ে যেতে পারেন। এমনকি পরিবার ও সমাজ তাকে বিতাড়িত পর্যন্ত করতে পারে। তিনি আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হতে পারেন।
- নির্যাতনকারী যখন দেখবে যে, অন্য লোকজন ঘটনাটি সম্পর্কে জেনে গেছে তখন সে প্রতিশেধপ্রয়ায় হয়ে সারভাইভারের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে - এমনকি তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।
- নির্যাতনকারী কর্তৃক সারভাইভারকে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি নির্যাতন বা হৃষকির শিকার হতে পারেন।
- অদৃশ সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে যথাযথ নয় এমন তথ্য ও আচরণ পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সেবার সুবিধাসমূহ

- চৰম বিপদের সময় জীবন বক্ষাকারী সেবা পাওয়া যায়
- সময়মতো নিরাপদ, গোপনীয় ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায় যা এইচিস ও অপ্রত্যাশিত গর্তধারণ প্রতিরোধ করতে পারে
- এমন অনেক সেবা রয়েছে যেগুলো নিরাপত্তা ও মনোসামাজিক সেবা নিশ্চিত করে প্রদান করা হয়। এসব সেবা গ্রহণ করে সারভাইভার তার হারানো মর্যাদা (মনোবল) ফিরে পেতে পারে- যা তাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে
- এমন অনেক সেবা রয়েছে যা গ্রহণ করলে সারভাইভারের ওপর পুনরায় সহিংসতা ঘটার সম্ভবনা অনেকাংশে কমে যায়।



প্রস্তুতি

প্রস্তুতিই হলো মূল বিষয়। আপনার এলাকায় জিবিভি অ্যাস্ট্রেল (জিবিভি রেফারেল পাথওয়ে অথবা জিবিভি ফোকাল পয়েন্ট)-এর উপস্থিতি না থাকলেও এলাকা বা কমিউনিটি-ভিত্তিক অন্যান্য অনেক সেবা থাকতে পারে। এই সেবাগুলোও একজন সারভাইভারের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এমন অনেক সেবা খুঁজে পাবেন যেগুলোর কথা আপনি নিজেও চিন্তা করেননি। সুতরাং আপনার এলাকার এই জাতীয় সেবাসমূহ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত হোন।

- যে সেবাগুলো আপনি চিহ্নিত করলেন, সেগুলো সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ইনফরমেশন শিটে লিখে ফেলুন।
- প্রয়োজনে একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞ অথবা টিম লিডার-এর সহযোগিতা নিন।
- একজন সারভাইভার কীভাবে সেবাগুলো পেতে পারেন, সেবাগুলো পেতে হলে কোথায় যেতে হবে, কার সাথে কথা/যোগাযোগ করতে হবে, কে সেবাটি নিতে পারে বা কে নিতে পারে না ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য ইনফরমেশন শিটে লিখে রাখুন।
- আপনার প্রতিষ্ঠানের যৌন-নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা সম্পর্কে আপনার টিম লিডার, সুপারভাইজার এবং প্রতিষ্ঠানের ফোকালের কাছ থেকে জেনে নিন।
- আপনার প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধের জন্য কোনো কমিটি না থাকলে একজন (PSEA) ফোকাল পয়েন্ট-এর সহযোগিতা নিন (এফেতে আপনার প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নেবে)।

চৰ্চা কৰুন; সমৃদ্ধ হোন

লিংক সেকশনে প্রদত্ত করণীয় ও বজ্জনীয় এবং কী বলতে হবে ও কীভাবে বলতে হবে এমন প্রশ্ন ও বিবরিতিগুলো (স্টেটমেন্টস) অনুশীলন/চৰ্চা কৰুন। নিজে নিজে উচ্চ স্বরে চৰ্চা কৰুন এবং বন্ধু ও সহকৰ্মীদের সাথে রোল প্লে করে দক্ষতা বৃদ্ধি কৰুন। আপনি যত বেশি চৰ্চা কৰবেন, আপনার কাছে সাহায্য নিতে আসা সারভাইভারের কাছে আপনি তত বেশি সাবলীল হবেন ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কৰবেন।

খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন- এমন যে কারোরই এই পকেট গাইডটি অনেক কাজে দেবে। আপনার কোনো বন্ধু বা সহকৰ্মী আপনার কাছে সাহায্য বা পরামর্শের জন্য আসলে, এখন থেকে আপনি এই গাইডলাইনে প্রদত্ত প্রশ্ন ও বিবৃতিগুলো (স্টেটমেন্টস) অনুশীলন/চৰ্চা কৰুন।



পর্যবেক্ষণ পর্ব

সারভাইভার যখন সহিংসতার ঘটনা আপনার কাছে প্রকাশ করবেন, সারভাইভারের সাথে পরিচিত হোন

আপনার পরিচয় দিন (আপনার নাম, আপনার পদবি, আপনার কাজ)। আপনি তাকে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তা জানতে চান।

জরুরি প্রয়োজন/চাহিদা আগে চিহ্নিত কৰুন

- তাৎক্ষণিক/জরুরি কোনো প্রয়োজন আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ কৰুন।
- তাৎক্ষণিক প্রয়োজন একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে।
- সারভাইভার কোনো নিরাপত্তা বুঁকিতে আছেন কি না তা শুনুন। সারভাইভারের শারীরিক বা পারিপার্শ্বিক আবস্থা দেখে সারভাইভার বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো অনুমান করা হতে বিবরত থাকুন।

মনে রাখবেন, সবার সাহায্য চাওয়ার ধরন এক রকম হয় না

- সারভাইভারের আবেগে প্রকাশের ধরন যেমনই হোক না কেন তাকে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। মানসিক চাপ বা যন্ত্রণা প্রকাশে মানুষের আচরণ ভিন্ন হতে পারে। কেউ কেউ আছেন যারা এরকম পরিস্থিতিতে কথা বলতে পারেন না- এক রকম শাস্ত হয়ে যান, রাগান্বিত ও কর্কশ হয়ে যান অনেকে, কেউ কেউ আছেন যারা শুধু নিজেকে দেখারোগ করতে থাকেন, কেউ কানায় ভেঙে পড়েন, আবার কেউ কেউ হিংস্র আচরণ করে থাকেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ভিন্ন ভাষাভাষী লোকজন এবং অন্যান্য বিশেষ্যায়িত ব্যক্তিকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ ধরনের সারভাইভারের কথা শোনার/বোঝার সময় এবং সহযোগিতা প্রদান করার সময় আপনাকে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে। আপনি যে পছাই অবলম্বন করুন না কেন- তা যেন সারভাইভার সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচের নীতিমালা ও গোপনীয়তাকে কোনোভাবেই ভঙ্গ না করে। তাদের কথা বুঝতে না পারলেও আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন। সারভাইবার যদি বুঝতে পারেন যে, আপনি আন্তরিকতা ও বৈর্যের সাথে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করছেন, তাঁর থেকে আপনার মনোযোগ সরাচ্ছেন না বা আপনার ভেতর কোনো প্রকার বিরক্তিভাব আসছে না- তবে তিনি মানসিকভাবে স্বত্ত্ব বোধ করতে শুরু করবেন।

সাবধান!

আপনি যদি আপনার সুপারভাইজার বা অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে চান তবে অবশ্যই সারভাইভারের কাছ থেকে অনুমতি নেবেন। এক্ষেত্রে আপনি কার কাছে সারভাইভারের তথ্য শেয়ার করছেন, কী কী তথ্য শেয়ার করছেন এবং কেন শেয়ার করছেন- তা সারভাইভারের কাছে খুলে বলুন। যদি সারভাইভার তথ্য শেয়ারের বিষয়ে অনিছ্ছা প্রকাশ করেন, এই পকেটগাইড-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁকে আপনার সাধ্যমত সহযোগিতা করুন।



- সারভাইভারের সাথে বা আপনার আশেপাশে কোনো পুরুষ থাকলে তাকে/তাদেরকে সরিয়ে দিন যাতে সারভাইভার নিশ্চিন্ত/নিঃসংকোচে আপনার সাথে আলোচনা করতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে সারভাইভারের এমন কিছু পেশাদারিক সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে – যা আপনার দ্বারা সম্ভব নয় এবং তা আপনার কাজও নয়।
- উপরিউক্ত ক্ষেত্রে আপনি ইনফরমেশন শিট দেখে সারভাইভারকে যথাযথ প্রতিঠানে রেফার করুন। যেক্ষেত্রে রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক (যেমন- প্রথম কেসটি) সেক্ষেত্রে আপনার ফোকাল পয়েন্টকে অবহিত করুন।

৭ শ্রবণ পর্ব

সারভাইভারের জরুরি/তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পর্ক হলে (অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ পর্ব শেষ হলে) এবং তিনি যদি এই মুহূর্তে হৃষি বা বিপদের মধ্যে না থেকে থাকেন; তবে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন (অর্থাৎ শ্রবণ পর্ব শুরু করুন)।

সারভাইভার খুব বিপর্যস্ত বা হতাশাভিত্তি অথবা দ্বিধান্বিত অবস্থায় থাকতে পারেন। কিন্তু একজন সহায়তাকারী হিসেবে আপনাকে এই সময় যত দূর সম্ভব শাস্ত থাকতে হবে। সারভাইভারকে তার ইচ্ছামতো তথ্য শেয়ার করার অবাধ স্বাধীনতা দিন। তিনি কতটুকু তথ্য আপনার কাছে জানাবেন সেটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তাকে পরামর্শ বা কাউন্সেলিং দেওয়া, তাকে সেবা নিতে উদ্বৃদ্ধ করা অথবা তার সাথে কী ঘটেছিল তা বিস্তারিত জানার জন্য তার সাক্ষীকার নেওয়া আপনার দায়িত্ব নয়। ঘটনাটি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করার পরিবর্তে বরং সারভাইভারের সেবা সম্পর্কে যে যে তথ্য প্রয়োজন তার যেগুলো আপনার কাছে রয়েছে, সেগুলো তাকে জানিয়ে দিন।

মনোযোগের সাথে শোনার প্রকৃত্ব/কার্যকারিতা

মাঝে মাঝে আপনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন, যখন আপনি দেখবেন যে, সারভাইভারকে দেওয়ার মতো কোনো সেবা বা তথ্যই আপনার কাছে নেই। আপনি তখন অসহায় বোধ করতে পারেন। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি সারভাইভারের প্রতি সতত বজায় রাখুন। সারভাইভার যে তার সহিংসতার কথা (গোপন কথা) নিজের মধ্যে চেপে না রেখে আপনার কাছে প্রকাশ করেছে, সেজন্য সারভাইভারকে প্রশংসা করুন। সারভাইভারের কাছ থেকে তার ঘটনাটি শোনার প্রয়োজন যে তাকে বিশেষ কোনো সহযোগিতা করতে পারলেন না- সেজন্য দৃঢ়ত্ব প্রকাশ করুন। মনোযোগ ও শুরুত্ব সহকারে কারো কথা শোনাটাও এক ধরনের সহযোগিতা।



সংযোগ

সারভাইভারের কাছে জানতে চান যে, তার বিশ্বস্ত এমন কেউ আছেন কि মাঝার কাছে তিনি সহযোগিতার জন্য যেতে পারেন।

- এক্ষেত্রে সারভাইভার যদি আপনার মতামত জনতে চান (অর্থাৎ কার কাছে যাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি), সারভাইভারকে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন। তিনিই ঠিক করবেন, তিনি কার কাছে যাবেন, কখন ও কেন যাবেন।
- এমন পরিস্থিতিতে (সারভাইভারের বর্তমান অবস্থায়) সারভাইভারের কী করা উচিত বা কী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত- সে বিষয়ে আপনি কোনো মতামত দিবেন না।

যদি কোনো সেবা থেকে থাকে তবে সারভাইভারকে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন।

- প্রতিটিই আসল। এক্ষেত্রে আপনার কাছে যে তথ্য শিটটি আছে, সেটি আবার ভালোভাবে দেখে নিন। দেখে নিন যে, আপনি সারভাইভারকে যে সেবা সম্পর্কে তথ্য দিতে যাচ্ছেন- তথ্য শিটে সে সেবা সম্পর্কিত তথ্যগুলো (কোন সেবা কীভাবে নিতে হয় ইত্যাদি) হালনাগাদ করা আছে কি না।
- কোনো একটি সেবা এখন বিদ্যমান আছে কি নেই সে বিষয়ে আপনি যদি নিশ্চিত না হন, তবে তা সারভাইভারকে সরাসরি জানিয়ে দিন।

আন্তরিকতার সাথে আলাপচারিতা শেষ করুন

- গোপনীয়তা রক্ষা করুন।
- সারভাইভারের যেকোনো সিদ্ধান্তকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে আপনার সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন।
- মনে রাখুন, আপনার দায়িত্ব হলো-
সারভাইভারের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে সহযোগিতা করা। সারভাইভার যদি কোনো সিদ্ধান্ত (সেবা নেয়ার) না নেন তবে সারভাইভারের সাথে বারবার সেশন/ মিটিং/কাউন্সেলিং ইত্যাদির মাধ্যমে তার কেস ম্যানেজ করার চেষ্টা করবেন না।

সারভাইভার-এর সাথে আলাপচারিতা শেষ হওয়ার পর...

আবনার প্রতিফলন ও নিজের যত্ন : এটা মনে রাখা আবশ্যিক যে, আপনার দায়িত্ব হলো প্রদত্ত গাইডলাইন মেনে সারভাইভারকে সহযোগিতা করা;

সারভাইভারের সমস্যার সমাধান করা বা তার কঠ দূর করা আপনার দায়িত্ব নয়। সারভাইভারদের সাথে ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক, আতঙ্কজনক ও ন্যশৎস সহিংসতার কথা প্রতিনিয়ত শোনার ফলে আপনার ভেতরেও এক প্রকার প্রতিক্রিয়া/অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে ‘সেকেণ্টারি এক্সপেরিয়েন্স’ বলে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি অনুভূত হলে আপনি কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন তার পরিকল্পনা করুন। এক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব সহযোগিতা প্রদান গাইডলাইনটি অর্থাৎ এই গাইডলাইনটি অনুসরণ করুন - আপনার সহকর্মী, টিম লিডার অথবা কোনো জিবিভি বিশেষজ্ঞের কাছে যান। সারভাইভারের কোন অভিজ্ঞতাটি/গুলো আপনার মধ্যে প্রতিক্রিয়া করছে বা আপনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে- তা তাঁর কাছে শেয়ার করুন (সারভাইভারের গোপনীয়তার কথা মনে রাখুন) এবং তার সাহায্য নিন।

কিছু কিছু সহিংসতা (উদাহরণস্বরূপ- ডমেস্টিক ভায়োলেস বা পারিবারিক সহিংসতা) চক্রাকারে সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং আপনি দেখবেন যে, একই সারভাইভার পুনর্বার/বারবার একই ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আপনি তাদের অভিজ্ঞতাকে (তাদের ওপর সংঘটিত সহিংসতাকে) পরিবর্তন বা বন্ধ করতে পারবেন না- কিন্তু আপনি যা করতে পারেন তা হলো...

→ সারভাইভারের কথা মনযোগ সহকারে শুনুন। আপনি তার কাছ থেকে আগে এই ধরনের কথা শুনেছেন নাকি শোনেননি - তা না ভেবে প্রতিটি ঘটনা আপনার নিজস্ব মতামত না দিয়ে শুনুন।

→ আপনি কীভাবে আপনার সেবাদান কার্যক্রমকে আরো উন্নত করবেন, সে বিষয়ে চিন্তা করুন। আপনি যে সেবা প্রদান করেন, সে সেবাকে কীভাবে আরো নিরাপদ করা যায় তা নিয়ে ভাবুন। জিবিভি সারভাইভারদের জন্য সেবা প্রদনের ক্ষেত্রে কীভাবে একটি অধিকতর ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

১৮ বা তার চেয়ে কম বয়সি শিশু/কিশোর/কিশোরীদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম একজন জিবিভি বা শিশু-সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলুন। আপনার এলাকার বাস্তবতার নিরিখে ঠিক করুন যে -

→ আপনার এলাকাতে কী কী সেবা বর্তমানে বিদ্যমান আছে এবং

→ সে-সব সেবা গ্রাহণ/প্রদান সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা কী

ডু-নট-হার্ম/কোনো প্রকার ক্ষতি না করা

আপনি নিজে থেকে শিশু সারভাইভারদের খুঁজতে যাবেন না। কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কি না, তা যাচাই বা তদন্ত করা আপনার কাজ নয়। বরং আপনি তা করতে গেলে সারভাইভার আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হতে পারে বা তার ঝুঁকি আরো বেড়ে যেতে পারে।

শিশু/কিশোর/কিশোরীরা আপনার সহায়তা চাইলে আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

আপনার দায়িত্ব মনে রাখুন। কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরী আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসলে আপনি-

→ মনোযোগ সহকারে ও পক্ষপাতহীনভাবে তার কথা শুনুন।

→ সে বিশ্বাস করে ও নিরাপদ মনে করে এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে তাকে যোগাযোগ করিয়ে দিন। মানুষটি তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্য বা তার পরিচর্যাকারী হতে হবে- এমন কোনো কথা নেই; তার পছন্দমতো অন্য যে কেউ হতে পারে।

→ তার হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না - এমন কি সে যখন আপনার সাথে কথা বলবে তখন আপনি তার সাথে আসা কোনো ব্যক্তিকে (তার পরিচর্যাকারী বা অন্য যে কেউ হোক না কেন) আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য বাধ্য/চাপাচাপি করবেন না।

অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন

আলাপচারিতায় শিশু/কিশোর/কিশোরীকে এমনভাবে কথা বলার সুযোগ দিন যেন মনে হয়, সে-ই সেশনটি চালাচ্ছে। যদি তার জন্য আপনাকে চুপ থাকতে হয়, আপনি বরং চুপ থাকুন। যত দূর সুভাব, আপনি স্বাভাবিক থাকুন। সে যখন কথা বলবে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন; ইতিবাচক ও অভয়দায়ক অঙ্গভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা করুন- যাতে সে চাইলে আপনাকে সব নির্দিষ্টায় খুলে বলতে পারে। তার সাথে কী হয়েছে, কে করেছে, কী করেছে, কেন করেছে- এ জাতীয় প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিবর রাখুন। আপনি বরং সরাসরি প্রশ্ন না করে, সহজ স্বস্তিদায়ক বাক্য ব্যবহার করে তার সাথে কথা বলুন- যাতে আপনার কথা তার কাছে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হয়।

নোট : যদি আপনার এলাকায় জিবিভি অ্যাকটর বা রেফারেল পাথওয়ে বিদ্যমান বা সচল থাকে তবে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার স্বার্থে সারভাইভারকে কোনো একজন জিবিভি বিশেষজ্ঞের সাথে সেবাপ্রদানকারী প্রতিঠানে রেফার করুন। মনে রাখুন যে, যখন আপনার এলাকায় জিবিভি অ্যাকটর বা রেফারেল পাথওয়ে বিদ্যমান বা সচল থাকবে না- আপনি কেবল তখনই এই গাইডলাইনটি ব্যবহার করবেন।



সব শিশু ও কিশোর/কিশোরীকে সম-দ্রষ্টিতে দেখুন

সবার সাথে সম-ব্যবহার করুন। লিঙ্গ, পারিবারিক অবস্থান, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান, বয়স ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় না নিয়ে সকলকে বৈষম্যহীন/পক্ষপাতাহীনভাবে সহযোগিতা প্রদান করুন। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার কোনো শিশুকে অসহায়/অক্ষম মনে করবেন না। প্রতিটি শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো দক্ষতা বা সক্ষমতা থাকে এবং সেই ক্ষমতাবলে সে নিজেই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম। শিশু সারভাইভার-এর সাথে অত্যন্ত সহজ ও নরম ভাষায় কথা বলুন। তার মতামত ও মর্যাদাবোধেকে সম্মান করে কথা বলুন।

গোপনীয়তা রক্ষা করুন

শিশু/কিশোর/কিশোরীদের সাথে আপনার কোনো কার্যকলাপ বা কথোপকথনের কোনো ছবি তুলবেন না, লিখে রাখবেন না, অথবা অন্য কেনোভাবে কোনো তথ্য সংরক্ষণ করবেন না। আপনার ফোন এবং কম্পিউটার সরিয়ে রাখুন যাতে সারভাইভার আশঙ্কা না করে যে, তার কথা রেকর্ড করা হচ্ছে।

শিশু/কিশোর/কিশোরীটির (সারভাইভারের) ব্যাপারে বা তার সহিংসতার ব্যাপারে কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার অনুমতি নিন। অর্থাৎ আপনি তার তথ্য অন্য কারো কাছে (এমনকি সারভাইভার যাকে বিশ্বাস বা নিরাপদ মনে করে বলে আপনাকে জানিয়েছে তার কাছে) শেয়ার করতে পারবেন কি পারবেন না – সেটির জন্যও আপনাকে তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

শিশুর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিশুটিকে সহযোগিতা করার প্রতিটি ধাপে/কাজে তার নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখুন। এমন কি, তার আনুমতি নিয়ে তার জন্য গৃহীত পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে শিশুটির নিরাপত্তার কথাটি স্মরণ রাখুন।



কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতি/ক্ষেত্রে এমন হয় যে, সেই পরিস্থিতিতে শিশুটির শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলের জন্য ঠিক কীভাবে সহযোগিতা করা উচিত- তা বুঝে গঠ যায় না। যদি মনে করেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে শিশুটির নিরাপত্তা নিশ্চিত/রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে আপনি সন্দিহান বা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন; তার (শিশুটির) নিরাপত্তা/সুরক্ষার জন্য আপনাকে অন্য কোনো সেবা প্রদানকারী বা আপনার কোনো সহকর্মীর (যিনি বিষয়টি সম্পর্কে আরো বেশি অভিজ্ঞ) সহযোগিতা প্রয়োজন, তাহলে শিশুটির কাছে বিষয়টি শেয়ার করুন।

শিশু বা তার কেয়ার-গিভার-এর সহযোগিতা চাওয়ার ধরন সম্পর্কে অবগত থাকুন

শিশু/কিশোর/কিশোরীদের ও প্রাপ্তবয়স্কদের সহযোগিতা চাওয়ার ধরন এক রকম হয় না। শিশুরা একটু ভিন্নভাবে সহায়তা চায়। তারা সরাসরি (প্রত্যক্ষভাবে) তাদের ঘটনা প্রকাশ করে না বললেই চলে। শিশুরা বয়স্কদেরকে (বিশেষ করে যাদেরকে তারা ভালোভাবে চেনে না) সহজে বিশ্বাস করতে চায় না বা তাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী হয় না। কারণ, শিশুরা তাদেরকে তার পায়, লজ্জা পায় বা সংকোচের বাধা করে বা তাদের কাছে নিজেদের আবেগ/অনুভূতি প্রকাশে সংকোচের বাধা করে/করতে পারে।

- কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরী যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে এমন গুজর/কানাঘুষা আপনার কানে আসতে পারে।
- কোনো প্রাগ্নবয়স্ক ব্যক্তি কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরীর হয়ে আপনার কাছে সহযোগিতা চাইতে পারে।
- শিশু/কিশোর/কিশোরীর শারীরিক কোনো চিহ্ন বা বিশেষ আচরণ আপনার নজরে আসলে আপনার মনে হতে পারে যে, শিশু/কিশোর/কিশোরীটি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকতে পারে।

করণীয়

কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরীর হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে সহযোগিতা চাইলে আপনার করণীয় ও বর্জনীয়-

- ✓ বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ (আপটুট-ডেট) তথ্য দিয়ে লোকটিকে সহযোগিতা করুন।
- ✓ গোপনীয়তা বজায় রাখুন।
- ✓ মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনুন।

বর্জনীয়

- ✗ গুজর সম্পর্কে তদন্ত করবেন না। শিশু/কিশোর/কিশোরীর সাক্ষাৎকার/ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
- ✗ কারো কাছ থেকে আপনি যা জানলেন তা অন্য কারোর কাছে শেয়ার বা আলোচনা করবেন না।

কোনো শিশু/কিশোর/কিশোরী আপনার কাছে সহযোগিতা চাইলে আপনার করণীয় ও বর্জনীয়-



পর্যবেক্ষণ পর্ব

- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীর কাছে জানতে চান যে, কথা বলার জন্য সে অন্য কোনো নিরিবিলি ও নির্জন জায়গা চায় কিনা। যদি চায় তবে এমন জায়গা বেছে নিন, যেখানে অন্যরা আপনাকে দেখতে পায় কিন্তু শুনতে না পায়।
- ✓ তাদের চোখ বরাবর বসুন। অঙ্গভঙ্গি স্বাভাবিক রাখুন।
- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীর কাছে জানতে চান যে, সে কোনো প্রাগ্নবয়স্ক নারীর সাথে কথা বলতে চান কি না।



শ্রবণ পর্ব

- ✓ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং শারীরিক ভাষার দিকে খেয়াল রাখুন।
- ✓ যা বলা হচ্ছে তা নিরপেক্ষভাবে বোঝার জন্য শাস্ত থরুন, ধৈর্য ধরুন।
- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীকে নিজের কথা নিজেকেই বলতে দিন; তার মতো (ভাষা, আবেগ ইত্যাদি) করে তাকে বলতে দিন।

- ✗ ইন্টারভিউ/সাক্ষাৎকার নেবেন না এবং মূল্যায়ন করবেন না। কোনোকিছু লিখে রাখবেন না, ছবি তুলবেন না। শিশু/কিশোর/কিশোরীর কথা বা তার ঘটনার কথা অন্য কারো কাছে শেয়ার করবেন না।
- ✗ শিশু/কিশোর/কিশোরীর কথা শুনে কোনো প্রকার হতাশা, অবিশ্বাস, রাগ অথবা এমন কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন না, যা তাকে কষ্ট দিতে পারে।
- ✗ কঠিন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করবেন না; শিশু/কিশোর/কিশোরীর চেয়ে বেশি কথা বলবেন না।



কমফোর্ট

- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরী তার ঘটনা সম্পর্কে আপনাকে যা যা বলেছে, আপনি তাকে আবার বলুন। তার কাছে জানতে চান যে, আপনি ঠিকঠাক শুনেছেন কি না।
- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীর মতামত, বিশ্বাস ও চিন্তা-ভবনাকে সম্মান করুন।
- ✓ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্বষ্টিদায়ক ব্যাক্য ব্যবহার করুন। যেমন, “আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি” – বললে, শিশু/কিশোর/কিশোরীর মধ্যে আপনার প্রতি বিশ্বাস জন্মাবে। “আমি ধন্য/আনন্দিত যে তুমি আমার কাছে তোমার কথা শেয়ার করেছ” – এ স্বষ্টিদায়ক ব্যাক্যটি ব্যবহার করলে শিশু/কিশোর/কিশোরীর সাথে আপনার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আবার, “আমার কাছে তোমার কথা শেয়ার করার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ” – ব্যাক্যটির মাধ্যমে শিশু/কিশোর/কিশোরীর প্রতি আপনি সহস্রমুক্ত জ্ঞাপন করতে পারেন। “আমার সাথে কথা বলে তুমি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ” – ব্যাক্যটির মাধ্যমে আপনি শিশু/কিশোর/কিশোরীটিকে উৎসাহিত ও ক্ষমতায়িত করতে পারেন।



সংযোগ পর্ব

- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীটির কাছে জানতে চান যে, তার এমন কেউ আছে কি না যাকে সে বিশ্বাস করে। এমন কারো কাছে যাওয়ার জন্য বা যোগাযোগ করার জন্য আপনার কোনো সাহায্য দরকার আছে কি না – তা তার কাছে জানতে চান।
- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীটি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করছে বা তার বিশ্বত কোনো ব্যক্তির অধীনে যাচ্ছে, আপনি ততক্ষণ তার সাথে থাকুন।
- ✓ শিশু/কিশোর/কিশোরীটিকে ও তার বিশ্বত ব্যক্তিকে তার (শিশু/কিশোর/কিশোরীটির) জন্য বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিন। সেবাগুলো কীভাবে পাওয়া যায় তাও জানিয়ে দিন।
- ✓ আপনি যে যে তথ্য জানেন, শিশু/কিশোর/কিশোরীটিকে তা জানিয়ে দিন। যদি শিশু/কিশোর/কিশোরীটি এমন তথ্য চায় যেগুলো আপনি জানেন না, বলুন যে, ‘আমি জানি না’ অথবা ‘আমার কাছে এই তথ্যটি নেই’।

বর্জনীয়

- ✖ শিশু/কিশোর/কিশোরীকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা আপনি রক্ষা করতে পারবেন না।
- ✖ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে – এ জাতীয় কথা বলবেন না/ আশ্বাস দেবেন না, কেননা শিশু/কিশোর/কিশোরীটির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই।
- ✖ শিশু/কিশোর/কিশোরীটি যদি আলোচনা/ কথোপকথন আর চালিয়ে যেতে না চায়, তবে তাকে আরো কথা-বাতা বলার জন্য জোরাজোরি করবেন না।

শিশু/কিশোর/কিশোরীদের
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা
(বয়স-ভিত্তিক) সম্পর্কিত
তথ্য/উপাত্ত

নোট : একটি শিশু বা কিশোর/কিশোরী (নিজে-নিজে বা তার পরিচর্যাকারী-এর সহযোগিতায়) কতখানি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে – তা পরীক্ষা করতে পারেন বা বলতে পারেন কেবল এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি জেগুর-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার শিশু/কিশোর/কিশোরীদের নিয়ে কাজ করেন।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন বিধায় আপনার কাজ হলো– শিশু/কিশোর/কিশোরীটির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাকে শাস্ত করা বা স্বত্ত্ব দেওয়া, তার বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির সাথে তাকে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া এবং বিদ্যমান সেবা সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার/প্রদান করা।

**নিম্নে প্রদত্ত বয়স-সীমাটি শুধুমাত্র রেফারেন্স
হিসেবে দেওয়া হলো– বয়স, পরিপন্থতার স্তর,
উন্নয়নের স্তর এবং অন্যান্য কারণে পরিবর্তিত
হতে পারে।**

সাধারণত, ১৫ ও ১৫ উর্ধ্ব বয়সী

কিশোর/কিশোরীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে সক্ষম। তারা সহিংসতা সম্পর্কে অবগত। তাদের ক্ষেত্রে আপনার **করণীয়**–

- শিশু/কিশোর/কিশোরীদের অভিভূতার/ঘটনার কথা মনযোগ সহকারে শুনুন।
- তারা যাতে তাদের বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বিদ্যমান সেবা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে সহযোগিতা করুন।

ধন্যবাদ

- বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন। সেবাগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে সে তথ্য জানিয়ে দিন।

**৬-৯ বছরের শিশু এবং ১০-১৪ বছরের
কিশোর/কিশোরীরা** নিজে-নিজে (নিজ খেকে) সহিংসতার কথা প্রকাশ করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। তারা নিজেরাই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে আপনার **করণীয়**–

→ তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে এমন বিশ্বস্ত যে লোকের কথা শিশু/কিশোর/কিশোরীরা আপনাকে বলেছে– তাকে/তাদেরকে খুঁজে বের করতে সহযোগিতা করুন।

→ শিশু/কিশোর/কিশোরীদেরকে এবং সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন। সেবাগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে সে তথ্যও জানিয়ে দিন।

০-৫ বছরের শিশুরা নিজে-নিজে সহিংসতার কথা প্রকাশ করতে/রিপোর্ট করতে পারে না কারণ তাদের যোগাযোগ দক্ষতা থাকে না বা থাকলেও তা অতি অল্প। সাধারণত, তাদের পক্ষ থেকে তার কেয়ারগ্রিভার, পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী অথবা অন্য কেউ সাহায্য চায়।

তাদের ক্ষেত্রে আপনার **করণীয়**–

→ সাহায্যগ্রাহীকে বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন। সেবাগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে সে তথ্যও জানিয়ে দিন।

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা :

Ain o Salish Kendra (ASK)
IFRC, IRC, Action Aid Bangladesh
Plan International Bangladesh
UNFPA Bangladesh

এই সহায়িকাটি ২০১৫-এর আইএএসসি জিবিভি গাইডলাইন
(IASC GBV Guidelines)-এর সহযোগী গাইড।
www.gbvguidelines.org

www.gbvguidelines.org/pocketguide



জিবিভি পকেট গাইড